সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ কোচবিহারের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে চালু হল ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র। ডুয়ার্স তথা কোচবিহার জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এজন্য কলেজে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র বসিয়েছে ভারত সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয়। রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রের দুজন আধিকারিক কলেজের একটি ঘরে যন্ত্রটি বসিয়েছেন। মঙ্গলবার থেকেই যন্ত্রটি কাজ করা শুরু করে। শুধু ডুয়ার্স বা কোচবিহার জেলাই নয়, বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাট জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতাও যন্ত্রটি রেকর্ড করতে সক্ষম হবে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি কাজ করছে। কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ প্রবাল দেব বলেন, 'ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় কোচবিহার জেলা সহ ডুয়ার্সে ভূমিকম্প সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা যাবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয়ের অধীনে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রের অধীনে উত্তর-পূর্ব ভারতে ২০টি ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কোচবিহার জেলা সহ গোটা উত্তরবঙ্গ ও সিকিম ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে পড়ে। সিকিম ও জলপাইগুড়িতে একটি করে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কোচবিহার জেলায় ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রালয় রাজ্য সরকারের থেকে জমি চেয়েছিল। সেই মোতাবেক হরিণচওড়ায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রের একটি প্রতিনিধিদল কোচবিহার জেলায় ছয় মাস ধরে সমীক্ষা চালায়। এরপরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যন্ত্রটি বসানো হয়। এদিন থেকে ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্রটি কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রে বার্তা পাঠাবে। ঠিক কোন সময় ভূমিকম্প হয়েছে, বার্তায় তার উল্লেখ থাকবে। এজন্য বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সারা দেশে এরকম ১১৬টি ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলি ভূমিকম্পের উৎস ও তীব্রতা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জানিয়ে দেবে। বাংলাদেশেও কোনো ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি তা ধরতে পারবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র। ছবি ঃ প্রাণপ্রতিম পাল

- ভূমিকম্প হলে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রে বার্তা পাঠাবে।
- বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাট জেলায় ভূমিকম্পের তীব্রতাও যন্ত্রটি রেকর্ড করতে সক্ষম হবে।
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি কাজ করছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে বন্ধু বাড়াতে সোনিয়ার নৈশভোজ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ বিজেপির মোকাবিলায় জাতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের জোটের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে সব আঞ্চলিক দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সকলেই বিজেপি-কে হারাতে চাইলেও কোন পথে তা সম্ভব সে বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে, এই লড়াইয়ে কংগ্রেসের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহ আছে একটি বিষয় নিয়ে এবং তা হল, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ডাকে বিজেপি বিরোধী সব দলকে জমায়েত করা সম্ভব হবে কি না। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিও নিশ্চয়ই সে কথা বোঝেন। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গড়তে তৎপর হয়েছেন। সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার রাতে তাঁর ডাকে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তেমনই ছিলেন সিপিএমের সাংসদ মহম্মদ সেলিমও।

কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সোনিয়ার এই আমন্ত্রণের পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গাঢ় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তবে কংগ্রেসের মুখপাত্র যাই দাবি করুন না কেন আমন্ত্রিতের তালিকা দেখলেই নৈশভোজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেই তালিকায় ছিলেন, সিপিআইয়ের ডি রাজা, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা, সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব, ডিএমকের কানি মোঝি, লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব, আরএলডির অজিত সিং, জেএনএম, আইইউএমএল, বিএসপি, কেরল কংগ্রেস, জেভিএম, এনডিএ ছেড়ে আসা হিন্দুস্তান আম মোর্চার জিতেন মাঝির মতো ১৯টি দলের প্রতিনিধিরা।

নৈশভোজ শেষে তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সেই অর্থে কোনো আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র ভোজই হয়েছে। আলাদা করে কারও সঙ্গে কথা বলা কিছুই হয়নি। সোনিয়াজি শুধু ঘুরে ঘুরে নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রাজনীতি নিয়ে একটা কথাও বলেননি।’ নৈশভোজে বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধি ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলের সভাপতি রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, গুলাম নজিব আজাদ, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঘনিষ্ঠ মহলে শারদ পাওয়ার বলেছেন, ‘আগামী ১৫-২০ দিন পর আমিও আমার দিল্লির বাড়িতে নৈশভোজের আয়োজন করব।’ তিনিও এখন বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দিতে উৎসাহী।

দেহ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ সোমবার গভীর রাতে পানিঘাটা রোডে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। রাতে যুবকটিকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম যুবরাজ প্রধান (২৩)। তিনি মিরিক থানার অন্তর্গত উত্তর চেনাবস্তির বাসিন্দা ছিলেন।

ভোটে টিকিট

প্রথম পাতার পর

তাঁকে টিকিট না দিলে উদুপিতে যে বিজেপি জিততেও পারবে না সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন শিরুর মঠের সাধু। তিনি বলেন, ‘বিজেপি বেঙ্গালুরু বা দিল্লির জন্য ঠিক আছে। কিন্তু উদুপিতে তারা কোনো সুবিধা করতে পারবে না।’ ম্যাঙ্গালোরের বজ্রদেহী মঠের রাজাশেখরনন্দ স্বামী ম্যাঙ্গালোর উত্তর কেন্দ্রের টিকিট চেয়ে বিজেপির কাছে দরবার শুরু করেছেন। তাঁর মতে, গেরুয়া বসন পরে রাজনীতি করতে কোনো বাধা নেই। দলিতদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচিত মাদর চান্নাইয়া স্বামীও চিত্রদুর্গ জেলার হোলালকেরে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হতে চেয়ে বিজেপির কাছে দাবি জানিয়েছেন। দু-মাস আগে হোলালকেরেতে বিজেপি সভাপতি অমিত শা যে জনসভাটি করেছিলেন সেটি সংগঠিত করেছিলেন দলিতদের এই গুরু। রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই ওঠাবসা বেড়েছে তাঁর। চান্নাইয়া স্বামীর চ্যালেঞ্জ, চিত্রদুর্গে রাজ্যের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী তথা কংগ্রেস বিধায়ক এইচ আঞ্জানেয়ার আধিপত্য খর্ব করবেন তিনি। ধারওয়াড় জেলার লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের সাধু বাসবানন্দ স্বামীও বিজেপির টিকিটে কালাঘাটাগি কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চেয়েছেন।

এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে নেই শাসক কংগ্রেস এবং কর্ণাটকের অপর বিরোধী দল জেডিএস-ও। বেলগাঁও জেলার মোতাগি মঠের লিঙ্গায়েত সাধু প্রভু চান্নাবাসব স্বামী আথানি আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। বগলকোট জেলার বিলাগির পরমানন্দ রামারুধা স্বামী জেডিএসের কাছে প্রার্থীপদের আবেদন জানিয়েছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের রাজনীতিতে নামার চল একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু এভাবে সমস্ত দলের কাছে টিকিটের জন্য সাধুদের হাহাকার নিঃসন্দেহে কর্ণাটক রাজনীতিতে নয়া নজির তৈরি করল।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই কি কার্তি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে ব্যবহার করা হচ্ছে?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

মহারাষ্ট্রে কৃষকদের লং মার্চ কি জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোটের মঞ্চ হয়ে উঠবে ?

হ্যাঁ	না
১৬%	৮৪%

‘ঐরাবত’ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে মৃত্যু, আতঙ্কে বনকর্মীরা

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে সোমবার রাতে বন দপ্তরের বিশেষ টহলদারি গাড়ি ‘ঐরাবত’ নিয়ে জঙ্গলে ডিউটি করতে গিয়েছিলেন দুই বনকর্মী। মঙ্গলবার সকালে দরজা-জানলা বন্ধ থাকা অবস্থায় ঐরাবতটির ভেতর থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। চিকিৎসকের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অক্সিজেনের অভাবেই সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। আর মেদিনীপুরের ওই ঘটনার পর থেকে রাজ্যের অন্য এলাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বনকর্মীদের একাংশের মধ্যেও ঐরাবত নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, ঐরাবত নিয়ে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে তাঁরাও ডিউটি করতে যান। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কালীপদ ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই ঘটনার ফলে স্বাভাবিকভাবে বনকর্মীদের মধ্যে ঐরাবত নিয়ে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কর্মীদের স্বার্থে ঐরাবতে কোনো ত্রুটি রয়েছে কিনা তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর দাবি আমরা জানাচ্ছি।’

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নানা কারণে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন থেকে মাঝেমধ্যেই হাতি, বাইসন, লেপার্ড সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে আসে। তাদের হামলায় আহত হওয়ার পাশাপাশি অনেক মানুষ মারাও যান। লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বন দপ্তরের হাতে এতদিন তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ সময়ই এদের ফের বনে ফেরত পাঠাতে বা কাবু করতে বাজি-পটকা ফাটানো, ঘুমপাড়ানি গুলি করা ছাড়া বন দপ্তরের আর কোনো উপায় থাকত না। যদিও এতে অনেক সময়েই সুফল পাওয়া যেত না। পাশাপাশি, এতে অনেক সময়ও লাগত। এরফলে বনকর্মীদের কখনও কখনও জনরোষের মুখে পড়তে হত। বন্যপ্রাণীদের জন্য রাতে জঙ্গলে ডিউটি করতে যেতেও ভয় পেতেন বনকর্মীরা।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানেই বন দপ্তরের তরফে কলকাতা থেকে বিশেষ ডিজাইনের এই গাড়ি বানানো হয়েছে। জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের ডিএফও কুমার বিমল বলেন, ‘রাজ্যে আটটি ঐরাবত রয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে চারটি ও উত্তরবঙ্গে চারটি রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালবাজার, মাদারিহাট, সুকনা ও আলিপুরদুয়ারে একটি করে ঐরাবত রাখা হয়েছে। এই ঐরাবতে অত্যাধুনিক ফেন্সিং রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো জায়গায় খেতের মধ্যে হাতি বা বাইসন ঢুকে পড়লে ফেন্সিংয়ের মাধ্যমে পুরো জায়গাটিকে তাড়াতাড়ি ঘিরে ফেলা সম্ভব। সেই ফেন্সিংয়ে ডিসি ইলেকট্রিসিটিও লাগানো যাবে। হাতি বা বাইসন তা পার হতে গেলে কিছুটা শক লাগলেও কোনো ক্ষতি হবে না। আর হাতি বা বাইসন এই ফেন্সিংয়ের কাছে যেতে চায় না।’ তিনি আরও বলেন, ‘এছাড়াও ঐরাবতে অত্যাধুনিক জেনারেটর, আলোর ব্যবস্থা, ঘুমপাড়ানি গুলির সরঞ্জাম, নেট, দড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে রাতেরবেলাতেও ঘন জঙ্গলে চারদিকে দীর্ঘসময় ধরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা যাবে। পাশাপাশি, জঙ্গলে অপারেশনও চালাতে পারবেন বনকর্মীরা। ঐরাবতের ভেতরে একসঙ্গে ছয়জন কর্মী থাকতে পারবেন।’ তবে মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। ঐরাবতের ভেতরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছিল কিনা তা একমাত্র মেডিকেল এক্সপার্টরা বলতে পারবে।’

বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, ‘চিকিৎসকরা প্রাথমিক রিপোর্টে জানিয়েছেন, তাঁদের ধারণা অক্সিজেনের ঘাটতির কারণেই এটা হয়েছে। তবে ফাইনাল রিপোর্ট এখনও আমার হাতে আসেনি। সেই রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে, ওই বনকর্মীরা কীভাবে মারা গিয়েছেন।’

কবরস্থানের পাঁচিল

করণদিঘি, ১৩ মার্চ ঃ করণদিঘি ব্লকের সাবধান এলাকায় সাবধান আমবাড়ি কবরস্থানটি সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়ার কাজ হবে। আজ শিলান্যাস করেন করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিনহা ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যগণ। বিধায়ক জানিয়েছেন, তাঁর বিধায়ক তহবিলের ৩৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৪৩ টাকায় এই সীমানাপ্রাচীরটি নির্মিত হবে।

বিজেপির সভা ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে করণদিঘি ব্লকের বিভিন্ন মণ্ডলে সংগঠনকে মজবুত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এই লক্ষ্যে মঙ্গলবার দুপুরে করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়ায় করণদিঘি ১৪ নম্বর মণ্ডল কার্যকারিণী সভার আয়োজন করে বিজেপি। সভায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নানারকম প্রস্তুতি, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি সহ দেশ ও রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির নিরীখে বিজেপির কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি নির্মল দাস, সহসভাপতি নিমাই কবিরাজ প্রমুখ।

বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন ঃ আইএনটিটিইউসির নেতৃত্বে করণদিঘির দোমোহনা বিড়িশ্রমিক দপ্তরে চার দফা দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিড়িশ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিমা ও অন্যান্য ব্যবস্থা সহ তাঁদের কার্ড ও ঘর বণ্টন ব্যবস্থা যাতে ঠিকমতো হয় সেজন্য এই ডেপুটেশন বলে জানান তাঁরা। বিড়িশ্রমিক আধিকারিক বিএন সিনহা জানান, দাবিগুলি যথাসম্ভব পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হবে।

দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

আশঙ্কা রয়েছে রাজ্য সরকারের অন্দরেও। আর তাই মুখ্যমন্ত্রী এদিন পাহাড়ের অশান্তির পিছনে কেন্দ্রকেই একহাত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘দার্জিলিংকে অশান্ত করতে দিল্লি থেকে কাউকে কাউকে মদত দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই দিল্লি এসব বন্ধ করুক। পাহাড়ে যে শান্তি ফিরেছে তা আর নষ্ট করা যাবে না।’ মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে মোর্চার সভাপতি তথা জিটিএ-র চেয়ারম্যান বিনয় তামাং বলেন, ‘বিমল গুরুং এখন অতীত। ওঁর সঙ্গে পাহাড়ের কোনো মানুষই আর নেই। এখানকার মানুষ উন্নয়ন চান। আমরা সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ের উন্নয়নে নেমেছি। এদিন সম্মেলনে আমি বলেই দিয়েছি যে, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে কোনোরকম ধর্মঘট করা চলবে না। পাহাড়ের মানুষ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করতেই পারেন, কিন্তু তা হবে গণতান্ত্রিক পথে। পাহাড়কে অশান্ত করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আর বন্‌ধ করে নয়। বিমলকে আর পাহাড়ে দাঁত ফোটাতে আমরা দেব না।’

পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিনয় তামাংরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মেলানোয় পাহাড়ের আসন হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে বিজেপি। আর তাই বিমল গুরুংকেই তাস করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি বিবেচনা করার আশ্বাসবাণী দিয়ে এখানে নির্বাচনি ময়দানে নামতে চাইছে বিজেপি। আর তাই স্থানীয় সাংসদ সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিমল গুরুংকে ‘শেলটার’ দিয়ে রাখবে। বিমল গুরুংয়ের নাম না করেও এদিন তাঁকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়েই এদিন একসময়ে বিমল-ঘনিষ্ঠ বিনয় তামাং, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক অমরসিং রাই ছাড়াও জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিংও পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার পক্ষেই জোর সওয়াল করেছেন। অমরসিং রাই বলেছেন, আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছি যে পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য সত্যিই বন্‌ধ, অবরোধ না করে শান্তি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়ার সময় এসেছে।’ তবে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমন্ত্রণ পেয়েও এদিন বিমল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেত্রী কালিম্পংয়ের বিধায়ক সরিতা রাই সম্মেলনে যোগ দেননি।

পার্লামেন্ট চলো কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ বেতন বৃদ্ধি এবং পেনশন সুনিশ্চিত রাখার দাবিতে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন (এআইআরএফ) মঙ্গলবার ‘পার্লামেন্ট চলো’ কর্মসূচি পালন করল। এদিন র‍্যালি শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক

ধর্মঘটের হুমকি

শিবগোপাল মিশ্র বলেন, ‘৩০ জুন চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দ্বারা গঠিত কমিটি আশ্বাস দেওয়ায় ২০১৬ সালের ১১ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশনের সিংহভাগ সুপারিশই রেলকর্মীদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হচ্ছে না।’ ১৮ মাস তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় দিয়েছেন বলে জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ‘আগামী চার মাসের মধ্যে আমাদের দাবি মানা না হলে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট ডাকতে আমরা বাধ্য হব।’ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইআরএফের সভাপতি রাখাল দাশগুপ্ত, এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পীযূষ চক্রবর্তী ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ পাল একই হুমকি দেন।

অফ সিজনেও ভিনদেশি পর্যটকের ভিড় দার্জিলিংয়ে

দার্জিলিং, ১৩ মার্চ ঃ পাহাড়ে এখন পর্যটনের চেনা মরশুম নয়। তবুও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ঢল নেমেছে দার্জিলিংয়ে। এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি হোটেলেই ৫০ শতাংশ ঘর ভরতি রয়েছে। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি, সঙ্গে একটি টুপটাপ শিলের শব্দ এবং এরই মধ্যে কয়েকদিন মুখ ভার করে থাকার পরে মঙ্গলবার ঝলমলে আকাশ শৈলশহরে। কাঞ্চনজঙ্ঘাও যেন এদিন মুখ তুলে চেয়েছিল। আর তা দেখেই মুখে একগাল হাসি ফুটে উঠেছে ভিনদেশি অতিথিদের। সাতসকাল থেকেই ম্যালের পিছনের রাস্তায় একাধিক ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী করে ছবিও তুললেন পর্যটকরা। বললেন তাঁদের খুশির কথা। পাহাড়ে পর্যটক দেখে খুশি মুখ্যমন্ত্রীও। এদিন তিনি বলেছেন, ‘কয়েকদিন পরে আজ আকাশ ঝলমলে হয়েছে। অনেক পর্যটক দেখলাম। খুব আনন্দ করছে।’

কয়েক মাস আগেও ছবিটা ছিল অন্য। পাহাড়ে লাগাতার অশান্তির জেরে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা দার্জিলিংকে এড়িয়ে সিকিম, নেপাল, ডুয়ার্সকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে শৈলশহরে। গত ছয় মাস ধরে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে পাহাড়। আর তাই মার্চ মাসের শুরুতে দার্জিলিংয়ে ভালো ভিড় জমেছে পর্যটকদের। যদিও হোটেল মালিক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, এসবই ফ্লাইং টুরিস্ট। মরশুমগুলিতে যেভাবে আগাম বুকিং করে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসেন, এখন তেমনটি নেই। রোজই পর্যটকরা আসছেন, দুদিন থাকছেন আবার ফিরে যাচ্ছেন।

মঙ্গলবার সকালে ম্যালের পিছনের রাস্তায় কথা হচ্ছিল বর্ধমানের গোবরডাঙ্গার রাজেন দাস এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে। তাঁরা বললেন, ‘রবিবার দার্জিলিং বেড়াতে এসেছি। এসে থেকে বৃষ্টি। সোমবার ভোরে টাইগার হিল ঘুরতে গিয়েছিলাম। মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টির জেরে সূর্যোদয় দেখা হয়নি। কিন্তু আমাদেরও জেদ ছিল। তাই এদিন ভোরে গাড়ি ভাড়া করে ফের টাইগার হিল ছুটলাম। কী বলব, দারুণ অনুভূতি। এক্কেবারে পরিষ্কার দেখলাম সূর্যোদয়। অসাধারণ অভিজ্ঞতাকে মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করেছি। বাড়ি ফিরে সবাইকে দেখাব।’ রাজেনবাবু আরও বললেন, দার্জিলিং বেড়াতে এসে মুখ্যমন্ত্রীকেও খুব কাছ থেকে দেখলাম আমরা। খুব ভালো লাগল।

রাজভবনের ঠিক কাছাকাছি ভিউ পয়েন্টে দেখা হল এক বিদেশি দম্পতির। কথা বলে জানা গেল ফ্রান্স থেকে এসেছেন। নিমেন্স-এর বাসিন্দা তাঁরা। কথা প্রসঙ্গে লয়েড ক্রুক এবং মিসেস ক্রুক জানালেন, ‘এর আগেও বহুবার দার্জিলিংয়ে এসেছি। কিন্তু মার্চ মাসের শুরুর এই সময়টাতে আসা হয়নি। তাই এবার চলে এলাম। দুদিন গ্যাংটকে কাটিয়ে সোমবারই দার্জিলিং পৌঁছেছি। প্রথমদিন বৃষ্টি এবং প্রবল ঠান্ডার জেরে বের হতে পারিনি। কিন্তু এদিন সকাল থেকেই ঠান্ডা নেই। ঝলমলে রোদ উঠেছে। হোটেলের জানলা খুলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেয়ে আর দেরি করিনি। তাই বেরিয়ে পড়লাম।’

দার্জিলিংয়ে ছবি তোলার হিড়িক পর্যটকদের। ছবি ঃ রণজিৎ ঘোষ

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রায়ই দেরিতে ছাড়ার জেরে ব্যবসায়ী, পড়ুয়া সহ সবাই সমস্যায় পড়ছেন। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ভক্তিনগর রেলযাত্রী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের স্টেশন মাস্টারকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি দীপক মোহান্তি সহ অন্যরা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় জখম তিন পরীক্ষার্থী

চোপড়া, ১৩ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয়দিনে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল তিন পরীক্ষার্থী। এরা, আত্মীয়দের বাইকে চেপে ফিরছিল। দিঘাবানা এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয় তিন ছাত্রী এজিমা খাতুন, সিতারা বেগম ও রিংকি খাতুন এবং দুই মোটরবাইকচালক মেহেবুব আলম ও আখতার আলম। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়। আহতদের মধ্যে সিতারা বেগম ও আখতার আলমকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার কথা শুনেই এদিন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছান চোপড়ার বিডিও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। এদিন পরীক্ষা শেষে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে একটি মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিল এজিমা খাতুন ও সিতারা বেগম। এদের দুজনেরই বাড়ি কালীগঞ্জ এলাকায়। অন্যদিকে, বাচ্চা মুনসি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী রিংকি খাতুন কালীগঞ্জ হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে মোটরবাইকেই বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বিডিও জখম পরীক্ষার্থীদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে বলেন, পরীক্ষার্থীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে। জখম পরীক্ষার্থীরা যাতে চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতালের বেড থেকে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন হাসিন

প্রথম পাতার পর

সেই ফোনেও তাকে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য সামি থ্রেট দিয়েছেন বলে অভিযোগ হাসিনের। তিনি বলেছেন, ‘পরিবার বাঁচাতে চাইলে কেন ফোন করে থ্রেট করবে ও। আমি ওর সঙ্গে আজ কথা বলার সময় বললাম, মৃত বাবার দিব্বি খেয়ে তুমি একবার বল, সব অভিযোগ মিথ্যে। কিন্তু ও সেটা বলল না। উলটে ফোন কেটে দিল। তার আগে থ্রেট করে আমায় বলেছে, আমি না কী বাড়াবাড়ি করছি। সব যেন দ্রুত মিটিয়ে নিই। আমি বলছি, সমঝোতার আর কোনো ব্যাপারই নেই।’ মহম্মদ সামির থেকে থ্রেট পাওয়ার পাশে সোশ্যাল দুনিয়াতেও নানা হুমকি পাচ্ছেন হাসিন। তাই আজ বিকেলে লালবাজারে হাজির হয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও চেয়েছেন তিনি। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা স্বীকার করে হাসিন জানিয়েছেন, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সঙ্গে পুরো ঘটনায় এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাসিন বলেছেন, ‘এই লড়াই মনুষ্যত্বের লড়াই। নারীশক্তির লড়াই। অনেককেই পাশে পেয়েছি। আশা করব, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও আমার ব্যাপারটা দেখবেন। এখনও ওনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি আমার। উনি অনেক কষ্ট ও লড়াই করেছেন জীবনে। আশা করব, সিএম ম্যাডাম আমার সমস্যা ও কষ্টটা বুঝতে পারবেন।’

আইসির বিরুদ্ধে রাজনাথের কাছে নালিশ আলুওয়ালিয়ার

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ দার্জিলিং সদর পুলিশ স্টেশনের আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে লিখিত নালিশ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। চিঠিতে রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি দার্জিলিং সদর আইসির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আর্জি রেখেছেন আলুওয়ালিয়া। রাজনাথকে পাঠানো চিঠিতে আলুওয়ালিয়া বলেন, পাহাড়ে দৈনিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে মোর্চা সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসনের অবমাননাকর ব্যবহার ও কুকথা ছাড়িয়েছে মাত্রা। মোর্চা সমর্থক অচ্যুতম ভট্টরাই ও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের কথোপকথন প্রসঙ্গে আলুওয়ালিয়া বলেন, রাজ্য পুলিশ এখন খোলাখুলি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এমনকি হুমকি দিচ্ছে বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ করার। তাঁর মতে, একজন পুলিশ অফিসারের এহেন হুমকি উদ্‌বেগজনক। আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের অডিয়ো ক্লিপিংয়ের অংশ তাঁর চিঠিতে তুলে দেন আলুওয়ালিয়া। যেখানে সৌম্যজিৎকে মোর্চা সমর্থক অচ্যুতম ভট্টরাইকে শাসাতে শোনা যায়। সম্প্রতি অচ্যুতম ভট্টরাই ও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের কথোপকথন ভাইরাল হয়। তাতে মোর্চা সমর্থকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ও তাঁর মা-বোনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পরোক্ষ হুমকি দিতে শোনা যায় দার্জিলিং সদর আইসি-কে। এই সূত্র ধরে, অচ্যুতম ভট্টরাই কেন্দ্রীয় শিশু ও নারীকল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী মানেকা গান্ধির কাছে ই-মেল পাঠিয়ে অভিযোগ করেন। তাঁর সেই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন মোর্চা নেতা রোশন গিরি। রাজ্য পুলিশের এক আইসির এহেন নজিরবিহীন মন্তব্যে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। মমতা ঘনিষ্ঠ মোর্চা নেতা বিনয় তামাংও এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও দার্জিলিং সদর আইসি সৌম্যজিৎ রায় গোটা ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগর এলাকায় । পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম দীপঙ্কর বাগচি (৩৮)। এদিন বাড়ি থেকেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ১০টা বেজে গেলেও ঘুম থেকে উঠছিলেন না দীপঙ্করবাবু। তাঁর স্ত্রী ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু কোনো সাড়া না মেলায় তিনি প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। তাঁরা এসে বুঝতে পারেন দীপঙ্করবাবুর মৃত্যু হয়েছে। এরপর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

রঞ্জন শীলশর্মাকে নিয়ে

প্রথম পাতার পর

এমনকি ক-দিন আগেই কৃষ্ণ পালের সঙ্গে তাঁকে মাটিগাড়া ব্লকের দায়িত্ব দেওয়া হয় দলের জেলা পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে। সেই রঞ্জনকে ছেঁটে ফেলার জল্পনা এখন তৃণমূল শিবিরে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শুধু কমিটি থেকে বাদ দেওয়াই নয়, দূরে রাখতে বলা হয়েছে দলের সমস্ত কাজ থেকেই। জানা গিয়েছে, সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দলের জেলা সভাপতি গৌতম দেবকে নাকি এই নির্দেশ দেন অরূপ বিশ্বাস। তবে বিষয়টি যেমন স্বীকার করেননি, তেমনই অস্বীকার করেননি গৌতমবাবু। বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করব না।’ তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি করেছেন রঞ্জনবাবু। অনেকে আবার মনে করেন অন্য কেউ হলে দল থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সেই সাহসটা দেখাবেন না কেউই। কেননা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় বড়ো ভোটব্যাংক রয়েছে রঞ্জন শীলশর্মার হাতেই।

চা চাষিদের জন্য নতুন বিমা

প্রথম পাতার পর

চা বাগানগুলি কাঁচা চা পাতার দাম পাবে না, এটা ঠিক নয় বলেই মনে করছে চা পর্ষদ। তাই এই ধরনের বিমা পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্ষদ সূত্রেই জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলায় যদি চা পর্ষদের কাঁচা চা পাতার কেজি প্রতি বেঞ্চমার্ক দাম ১৪ টাকা থাকে এবং বিক্রির সময় ক্ষুদ্র চা চাষিরা কেজি প্রতি ১২ টাকা করে দাম পান, তাহলে কেজি প্রতি বাকি ২ টাকা ক্ষুদ্র চা চাষিরা নতুন বিমার মাধ্যমে পাবেন। এতে চা চাষিদের লোকসান হবে না। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্যা মিটলে চায়ের পাতার উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই গুণগত মানও বাড়বে বলে চা পর্ষদ মনে করছে। সূত্রের খবর, বুধবারের বৈঠকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য আরও কিছু সুবিধা ঘোষণা করতে পারে চা পর্ষদ। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে মোট ক্ষুদ্র চা বাগানের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। মোট ক্ষুদ্র চা চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ একর।

শান্তি দাও, উন্নয়ন দেব

প্রথম পাতার পর

৩০০ কোটির বেশি ক্ষতি হয়েছে।’ তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিল্পের জন্য এখানে সবরকমের সহযোগিতা করতে তৈরি। শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের মানুষের ভালো চাই। আমি চাই এখানকার ভাই-বোনরা ভালো থাকুন। তাই বারবার এখানে আসি। ভোট চাইতে আমি পাহাড়ে আসি না।’ মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, ‘আসুন কাজ শুরু করি। অশান্তিকে দূরে সরিয়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি করুন। দাবিদাওয়া থাকতেই পারে। কিছু বক্তব্য থাকলে আমাদের জানান। আমি আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু অশান্তি জিইয়ে থাকলে পাহাড় এগোতে পারবে না। আপনারা আমাকে শান্তি দিন, আমি আপনাদের উন্নয়ন দেব।’ এদিনের এই শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা ছাড়াও মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আমলারা উপস্থিত ছিলেন।

দিনের কথা

আপনারা আমাকে শান্তি দিন, আমি আপনাদের উন্নয়ন দেব।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(হিল বিজনেস সামিট থেকে পাহাড়বাসীর উদ্দেশে)

আবহাওয়া

১৩ মার্চের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৫.৩	২৩.৮
শিলিগুড়ি	২৮.২	১৬.৪
জলপাইগুড়ি	২৯.৬	১৭.৯
কোচবিহার	২৮.৬	১৭.৭
মালদা	৩৪.৪	২০.৬
রায়গঞ্জ	৩২.৫	১৮.৭
আলিপুরদুয়ার	২৮.৫	১৬.৯
গ্যাংটক	১৪.৮	৮.২

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ।